History Honours Semester-I
Core Course-II
Topic : অ্যাজটেক, সংস্কৃতি এবং তাদের কৃষিকাজে
Prepared by : Nilendu Biswas

❖ **অ্যাজটেক ঃ** আমেরিকার প্রাচিন সভ্যতার ইতিহাসে অ্যাজটেক সভ্যতার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ‘অ্যাজটেক’ কারা এবং এই অ্যাজটেক কথাটির উৎপত্তি কিভাবে হয় বা অ্যাজটেকরা কোথায় বাস করত তা নিয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না । অ্যাজটেক উপকথায় একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । ‘দেবতা কুয়েটজালকোয়াটল দেখতে ছিল লম্বা, শ্বেতকায় দাড়িওয়ালা, অ্যাজটেকদের কি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়, কৃষির কাজ, ধাতুর কাজ ইত্যাদি শিখিয়েছিলেন । তিনি আবার তাদের মাঝে ফিরে আসার কথা বলে পূর্ব সমুদ্রে মিলিয়ে গিয়েছিলেন । এর অনেক পরে পূর্ব সমুদ্রে স্প্যানিশ লুটেরা হেরনান্দো কোরতেজ-এর আগমণে তাকে অ্যাজটেকরা বাধা দেয়নি । কারণ লম্বা, শ্বেতকায়, দাড়িওয়ালা কোরতেজকেই দেবতা কুয়েটজালকোয়াটল ভেবেছিলেন । এইভাবে উপকথাটি একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল ।

‘অ্যাজটেক’ কথাটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায় অ্যাজটেক সভ্যতা হল মেসো-আমেরিকার সভ্যতা । মেসো-আমেরিকার মানে কলম্বাসপূর্ব সময়ের মধ্য আমেরিকার অংশ, যেখানে মায়া, অ্যাজটেক প্রভৃতি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল । এই কারণে মেক্সিকোর অ্যাজটেক সভ্যতা মেসো-আমেরিকার অর্ন্তগত । অ্যাজটেকদের আদি ইতিহাস অনেকটা মুসা নবীর কাহিনীর সঙ্গে মিলে যায় । অ্যাজটেকরা অনেক আগে ‘অ্যাজটলান’ নামক স্থানে বাস করত, যে জায়গাটি মেক্সিকো উপত্যকার উত্তরে । ‘অ্যাজটলান’ শব্দের অর্থ ‘প্লেস অব অরিজিন’। ‘অ্যাজটেক’ টার্মটা ব্যবহার করেছেন জার্মান প্রকৃতিবিদ ও আবিষ্কারক আলেকজান্ডার ফন হামবল্ডট । হামবল্ডট-এর মতে অ্যাজটেক কথার অর্থ ‘যে অ্যাজটলান থেকে এসেছে’।

অ্যাজটেক উপকথা অনুযায়ী অ্যাজটলান-এ ৭টি ট্রাইব বা উপজাতি ছিল এবং তাদের নির্যাতনের নিষ্পেষনের মধ্যে বাস করতে হত । অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে অ্যাজটেক উপজাতিরা এখান থেকে দক্ষিনে পালিয়ে যায় । অ্যাজটেকরা তাঁদের পুরোহিতের নেতৃত্বে দক্ষিন অভিমুখে যাত্রা করে (এই যাত্রা এক্সোডাস হতে পারে)। প্রায় ৮০০ বছর ধরে অ্যাজটেকরা ছিল যাযাবর শিকারী ও খাদ্য সংগ্রহকারী । এরকম যাযাবর জীবনকালেই তাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে । এইভাবেই অ্যাজটেক সংস্কৃতি তৈরি হয় । অ্যাজটেকদের ভাষা ছিল ‘নাহুতাল’, যার আদিরূপটি ছিল বর্ণমালা ও পিক্টোগ্রাফ । এই শব্দ দুটি এখনও প্রচলিত আছে টমাটো বা চকলেট জাতীয় দ্রব্যে ।

অতপর অ্যাজটেকরা মধ্য মেক্সিকোয় আসে । আরও কিছু পরে ১৪দশ শতকে তাঁরা মেক্সিকো উপত্যকায় আগ্নেয় পাহাড় ঘেরা সমভূমির মাঝে আসে । সেখানে তাঁরা সমভূমির মাঝে পাঁচটি হ্রদ দেখতে পায়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল টেকসকোকো হ্রদ । তাঁদের পথ প্রদর্শক পুরোহিত সবাইকে হাত তুলে থামতে বলে, কেননা এটাই ছিল সেই প্রতিশ্রুতস্থান । অ্যাজটেকদের দেবতা কুয়েটজালকোয়াটল এককালে তাঁদের বলেছিল, যেখানে একটি ঈগলকে ক্যাটটাসের শাখায় বসে সাপ খেতে দেখবে, সেখানেই নগর নির্মাণ করবে । টেকসকোকো হ্রদের জলাভূমির কাছে একটি ঈগলকে তাঁরা ক্যাটটাসের শাখায় বসে সাপ খেতে দেখেছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই

Module - II CC 2 Nilendu Biswas

। কিন্তু তাঁরা সেখানে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে এবং হ্রদের মাঝে ছোট্ট একটি দ্বীপে নিজেদের জন্য নগর গড়ে তোলে ।এই নগরটিই ছিল অ্যাজটেকদের বিস্ময়কর ও বিখ্যাত রাজধানী 'টেনোকটিটলান'।

টেনোকটিটলান নগর, যা অ্যাজটেকদের রাজধানী রূপে পরিচিত নগরটিকে নিয়ে বিশ্বের মানুষের মধ্যে আজও কৌতুহলের শেষ হয়নি । এই টেনোকটিটলান নগরটির বিস্তার ছিল ১৩ কিলোমিটার এবং দ্বীপে অবস্থিত বলে মূলভূমির সঙ্গে নগরটির অনেকগুলি সেতু ছিল । অ্যাজটেকরা এমনকি বাঁধও নির্মাণ করেছিল । টেনোকটিটলান নগরে চারটি অঞ্চল ছিল, যাকে বলা হত 'কামপান' । প্রতিটি কামপানে ২০টি করে জেলা ছিল, জেলাগুলিতে আড়াআড়ি রাস্তা ছিল, ছিল বাজার । তবে অ্যাজটেক সভ্যতায় মুদ্রার ব্যবহার ছিল না । কাপড়, খাবার, জাগুয়ারের চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য লেনদেন করা হত । টেনোকটিটলান নগরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অ্যাজটেক শাসক মকটেজুমা-র 'মকটেজুমা' প্রাসাদ । প্রাসাদটির অবস্থান ছিল নগরের মাঝখানে দেওয়াল ঘেরা চতুষ্কোণ চত্তরে । প্রাসাদে শতাধিক শয়নকক্ষ ছিল, সেই সঙ্গে শয়নকক্ষ লাগোয়া বাথরুম ছিল । মকটেজুমা প্রাসাদ ছাড়াও টেনোকটিটলান নগরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল উপাসণালয় ।

১৪২৫ থেকে ১৫২১খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মেক্সিকো থেকে দক্ষিনে গুয়াতেমালা পর্যন্ত অ্যাজটেকরা তাদের সভ্যতা বিস্তার করেছিল । আনুমানিক ষোড়শ শতকে দুর্ধর্ষ স্প্যানিশ আক্রমণে অ্যাজটেক সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । এই সভ্যতার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাজটেকদের দেব-দেবীও হারিয়ে গিয়েছিল । যাদেরকে তাঁরা উপাসণা করত সেই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, পূজা করত তাদের নানা অনুসঙ্গ জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসাবে । ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দ স্প্যানিশরা অ্যাজটেকদের রাজ্য দখল ও বসবাসকারীদের হত্যা করলে অ্যাজটেক সভ্যতার পতন ঘটে ।

❖ **অ্যাজটেক সংস্কৃতি ঃ** অ্যাজটেকরা একদিকে ছিল যুদ্ধপ্রিয়, অন্যদিকে আবার ভীষনভাবে অনুরক্ত ছিল ধর্মের প্রতি । তারা অনবরত যুদ্ধ করে যুদ্ধবন্দী ধরে আনত এবং যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করত । অ্যাজটেক সমাজে সম্রাটের চেয়েও ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত ।বিভিন্ন দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ ও সূর্যের দেবতা হিসাবে 'হুইটকাজ'-কে মান্য করত । এর পরের ক্ষমতাশালী দেবতার নাম ছিল বাতাসের নিয়ন্ত্রক মঙ্গল দেবতা 'কিটযাল' ও মাটির দেবী 'কোটলি'।তারা ভূমি, বৃষ্টি ও সূর্যকে দেবতা বলে মনে করত এবং দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য নরবলি দিত । নরবলি তখনকার অ্যাজটেক সমাজে প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল । নারী, পুরুষ, শিশু সবাইকে দেবতার সামনে বলি দেওয়া হত ।

পুরাণ কাহিনীর উপর এ্যাজটেক সমাজ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ছিল । তাদের পুরাণ কাহিনীগুলির কোন রকম লিখিত রূপ ছিল না । এ্যাজটেকরা ঐতিহ্যবাহী মুখোশ পরে ড্রাম বাজিয়ে নেচে-গেয়ে এই কাহিনীগুলো বলত । এই প্রথা স্প্যানিশ মিশনারীদের দ্বারা পুরাণগুলো লিপিবদ্ধ হবার আগে পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল । মিশনারীরা স্প্যানিশ ভাষা জানে এমন সব এ্যাজটেকদের মাধ্যমে পুরাণের কাহিনীগুলো লিখিয়ে নিয়েছিল । পুরাণগুলোর সংরক্ষণের চেয়ে, এ্যাজটেকদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল মিশনারীদের প্রধান উদ্দেশ্য । মিশনারীদের এ্যাজটেকদের প্রতি এতটা আগ্রহের আরও একটা কারণ ছিল এই যে তারা যত বেশি এই ধর্ম জানবে তত বেশি একে এর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে ।

Module - II CC 2 Nilendu Biswas

স্থাপত্যগুলো অ্যাজটেকরা এমন ভাবে নির্মাণ করত যে সৌধের মত দেখাত । সৌধগুলোর মধ্যে দিয়ে তারা একদিকে যেমন তাদের ক্ষমতাকে প্রকাশ করত, অন্যদিকে তেমনিভাবে তাদের কঠিন ধর্মবিশ্বাসকে ফুটিয়ে তুলত । অ্যাজটেকরা তাদের স্থাপত্যের অনবদ্য নিদর্শন রেখে গিয়েছিল তাদের রাজধানী টেনোকটিটলান-এ । স্প্যানিশ অধিগ্রহণের পর রীতিমত এই শহরে ভয়ঙ্কর লুঠতরাজ চালিয়ে নগরটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল । এই ধ্বংসস্তুপকে বির্নিমাণ করে আজকের দিনের মেক্সিকো সিটি গড়ে তোলা হয়েছে । বড় বড় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও জনগণের প্রয়োজনীয় বাসস্থান নির্মাণের জন্য সুসংবদ্ধ অ্যাজটেকদের তার মানব ও অন্যান্য সম্পদকে কাজে লাগানোর মতো দৃঢ় কাঠামো ব্যবস্থা ছিল । অ্যাজটেক স্থাপত্য প্রতীকের ব্যবহার লক্ষনীয় ।

অনুকূল জলবায়ু বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা ও অভিনব কৃষি জ্ঞান, সব মিলিয়ে অ্যাজটেকদের কৃষির ব্যাপকতা ছিল অভাবনীয় ও কল্পনাতীত । অ্যাজটেকদের কৃষি ব্যবস্থা ছিল 'চিনাপ্পা' বা 'চিনাম্পাস' নামে পরিচিত । অবশ্য কেউ কেউ অ্যাজটেকদের কৃষিকে 'ফ্লোটিং এগ্রিকালচার'ও বলে থাকেন । পাঁচটি হ্রদের সংযোগস্থলে মেক্সোকো উপত্যকা খুবই উর্বর ছিল ঠিকই, কিন্তু এই সভ্যতা চলাকালীন সময়ে আবাদী জমির পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল । চিনাপ্পা বা চিনাম্পাস কৃষ পদ্ধতি অ্যাজটেকদের কৃষিকাজকে দারুন গতিশীল করেছিল । এই পদ্ধতিতে খাগড়া বুঁনে বিশাল আস্তরন তৈরি করে তার উপর মাটির স্তুপ করে কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে তারা চাষাবাদ করত ।

১৪২৫ থেকে ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মেক্সিকো থেকে দক্ষিনে গুয়াতেমালা পর্যন্ত অ্যাজটেকরা তাদের সভ্যতা বিস্তার করেছিল । আনুমানিক ষোড়শ শতকে দুর্ধর্ষ স্প্যানিশ আক্রমণে অ্যাজটেক সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । এই সভ্যতার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাজটেকদের দেব-দেবীও হারিয়ে গিয়েছিল । যাদেরকে তাঁরা উপাসণা করত সেই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, পূজা করত তাদের নানা অনুসঙ্গ জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসাবে । ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দ স্প্যানিশরা অ্যাজটেকদের রাজ্য দখল ও বসবাসকারীদের হত্যা করলে অ্যাজটেক সভ্যতার পতন ঘটে ।

❖ **কৃষিকাজে 'অ্যাজটেক'-দের অবদান ঃ** অ্যাজটেকদের জীবনের মূলে ছিল কৃষি । টেক্সকোকো হ্রদের দ্বীপে জায়গার স্বল্পতার কারণে অ্যাজটেকরা হ্রদের অগভীর অংশ ভরাট করে তা বাড়িয়ে ছিল । তীর থেকে মাটি আর হ্রদের তলদেশ থেকে কাদা সংগ্রহ করে গড়ে তোলা হত আয়তাকার কৃষি বা 'কিনাপ্পা' বা 'কিম্পাস'। কিনাপ্পা গুলি দৈর্ঘ্যে ২০০ মিটারে মত হলেও প্রস্থে কখনই ১০ মিটারের বেশি হত না । যে সব কৃষক কিনাপ্পা বা খালসদৃশ জলভাগের দুপাশে জেগে থাকা জমিগুলি চাষ করত তারাই আবার তাদের তলা সমতল ক্যানোর সাহায্যে সেখান থেকে ফসল সংগ্রহ করত । প্রকৃতগত দিকে থেকে এই কিনাপ্পাগুলি ছিল দারুন উর্বর । এক বছরে সেখান থেকে সাতটি ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হত। এতে কোন সেচের প্রয়োজন ছিল না । কারণ পার্শ্বস্থ খাল থেকে কিনাপ্পার মাটিতে আনবরত জল প্রবেশ করতে পারত ।

জমির উর্বরতার রহস্য অ্যাজটেকদের অত্যাধুনিক কিনাপ্পা পদ্ধতির মধ্যে নিহিত আছে । কৃষিভুমির তলায় হ্রদের তলানি ব্যবহার করা হত । কিনাপ্পায় অনবরত তাদের ক্যানোর সাহায্যে লেকের তলদেশ থেকে এই তলানি সংগ্রহ করা হত । তারপর একে কৃষি জমির উপর ছেড়ে দেওয়া হত এবং এর সঙ্গে মানব বর্জ্য মেশানো হত । খালের জলে সরাসরি বর্জ ফেলা হত বলে সেটাই আবার কালক্রমে তলানির অংশে পরিণত হত

Module-II CC-2 Nilendu Biswas

। এর কিছু অংশকে সরাসরি মাটির উপরে ছড়িয়ে দিয়ে তলানি ঢেকে দেওয়া হত । কোর্টেজ ও তার দখলদার বাহিনী ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে এখানে আসার পর থেকে আধুনিক ইউরোপীয় নির্মাণশৈলীর কারণে শত বছর ধরে হাজার হাজার হেক্টর কিনাপ্পা বিলীন হয়ে হেছে । মেক্সিকো সিটির দক্ষিন প্রান্তে জোকিমুলকোর একটি অংশে কিনাপ্পার খানিকটা অংশ এখনও টিকে আছে । ৩০ বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে কিনাপ্পা কৃষি পদ্ধতির অস্তিত্ব বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয় ।

১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে বিকল্প প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে এরকম একটি সংস্থার পক্ষ থেকে একদল বিজ্ঞানি জোকিমিলকো পরিদর্শনে যায় । সেখানে তারা দেখতে পায় আধুনিক কৃষকরা তাদের বর্জ্য খালে ফেলছে, অথচ তা সত্ত্বেও খালের জলে কোন দুর্গন্ধ নেই। এমনকি মানব বর্জ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত রোগ জীবাণুর প্রকোপ দেখা যায়নি । সংগ্রহকৃত তলানির নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে এর বিশেষ একটি অণুজীব ২২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে । গরম জলের ঝরনার মাঝে পাওয়া ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে । অস্বাভাবিক এই ব্যাকটিরিয়াই অ্যাজটেকদের বর্জ্য পরিশোধনে সাফল্য এনে দিয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ।

জমিতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা অ্যাজটেক সমাজে যে দারুনভাবে প্রচলিত ছিল তা আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে । কিনাপ্পায় বর্জ্য মেশানোর মাধ্যমে কম্পোস্ট সার উৎপাদিত হয় । কারণ এইপদ্ধতিতে নাইট্রোজেন বন্ধনের ভূমিকা আছে, যা ক্ষতিকর রোগ-জীবাণু নিষ্ক্রিয় করে, জৈব ভাঙন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে । গবেষণাগারে কিনাপ্পায় ব্যবহৃত ব্যাকটিরিয়াকে কালচার করা সম্ভব হয়েছে । আধুনিক কৃষিতে এর ফলপ্রসু ব্যবহার সম্ভব বলে বিজ্ঞানিরা জানিয়েছেন । এই তাপপ্রেমী ব্যাকটিরিয়া কেন টেক্সকোকো হ্রদের তলদেশে তার আবাস গড়ে তুলল, বিজ্ঞানীদের কাছে তা এক বিস্ময়কর ঘটনা । অ্যাজটেকরা প্রকৃতির আবর্তন বা চক্র নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছিল বলে তাদের কৃষি ব্যবস্থাকে নিজেদের মত করে গড়ে তুলতে পেরেছিল । বন্যার হাত থেকে কিনাপ্পাকে রক্ষার জন্য তারা বাঁধ ও খাল তৈরি করে জমির সঙ্গে যুক্ত করেছিল ।

Module -- II CC-2 Nilendu Biswas